ত্রৈমাসিক

দুদক বার্তা

অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ

১১তম বর্ষ ◆ ৪৩তম সংখ্যা ◆ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ◆ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

এ সংখ্যায় যা আছে

- প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম
- এনফোর্সমেন্ট অভিযান
- প্রতিরোধ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম
- মামলা ও চার্জশিট-এর পরিসংখ্যান
- উল্লেখযোগ্য মামলা, চার্জশিট, বিচার ও দণ্ড
- ক্রোক, জব্দ ও বাজেয়াপ্ত
- দুর্নীতি বিরোধী আইন পরিচিতি
- আসন্ন কর্মসূচি

কোথায় ও কীভাবে অভিযোগ করবেন

- ই-মেইল: chairman@acc.org.bd
- ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ (Anti-Corruption Commission-Bangladesh)
- দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬-এ (টোল ফ্রি) কল করে
- প্রবাসীগণ +৮৮০৯৬১২১০৬১০৬ নম্বরে কল করে
- কমিশনের চেয়ারম্যান/কমিশনার বরাবরে দুদক প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকার ঠিকানায় লিখিতভাবে
- ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক বরাবর লিখিতভাবে
- কমিশনের সকল জেলা/সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক বরাবর লিখিতভাবে

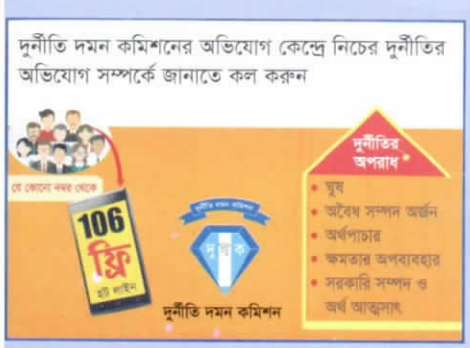

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর আলোকে ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিশন গঠনের শুরু থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এর তফসিলভুক্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রেখেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুদকের সাংগঠনিক কাঠামোর পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্প্রতি দেশের আরো ১৪টি জেলায় কার্যালয় স্থাপন করার ফলে বর্তমানে মোট ৩৬ জেলায় সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুদকের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে অধিক সংখ্যক দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করা এবং আইনের আওতায় আনয়ন করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে নাগরিক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ়তর হবে।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারিজনিত কারণে দেশব্যাপী দাপ্তরিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে যে সাময়িক স্থবিরতা এসেছিল তা কাটিয়ে সার্বিক কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনও দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে দেশব্যাপী এনফোর্সমেন্ট অভিযান, দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষামূলক কার্যক্রম জোরদার করেছে। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ও খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপ্রাপ্যতাজনিত কারণে দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা ধরে রাখার নিমিত্ত সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দুর্নীতি দমন কমিশনও নিজেদের দপ্তরের জ্বালানি, বিদ্যুৎ, অফিস মনোহারী, ভ্রমণ, সভা সেমিনার আয়োজনসহ সকল প্রকার ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও রাষ্ট্রীয় দপ্তর, সংস্থা, বিভাগসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি দমনে নজরদারি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

বর্তমান অস্থিতিশীল বিশ্ব ব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বিরূপ প্রভাব পড়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশনও অর্থ পাচার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন এখন বিদেশে অর্থপাচার সংক্রান্ত যেকোন অপরাধ আমলে নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এরূপ নির্দেশনার আলোকে কমিশন অর্থপাচার সংক্রান্ত অপরাধ দমনে অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদেশে অর্থ পাচার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট হ্রাসে কিছুটা হলেও প্রভাব পড়বে।

বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলার সাথে সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আমরা সহায়তা করি এবং দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখি।

দুদক বার্তার জন্য কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ প্রদান

দুর্নীতি দমন কমিশনের ০৬ জন কর্মচারিকে তাদের ইতিবাচক কার্যক্রমের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তগণ হলেন ১) জনাব মির্জা জাহিদুল আলম, সাবেক উপপরিচালক, বর্তমানে পরিচালক, বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ, ২) জনাব এস এম নাজিম উদ্দিন, সহকারী পরিদর্শক, প্রশাসন অনুবিভাগ, ৩) জনাব মোঃ তজমল হোসেন, অফিস সহায়ক, প্রশাসন অনুবিভাগ, ৪) জনাব মোঃ আল আমিন, উপপরিচালক, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, যশোর, ৫) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, উচ্চমান সহকারী, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর, ৬) জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া, অফিস সহায়ক, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেককে সম্মাননাপত্র, সম্মাননা স্মারক এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং মাননীয় কমিশনারদ্বয় তাদের হাতে সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

নিয়োগ, প্রেষণ, পদোন্নতি, অবসর ও পুরস্কার

সরাসরি নিয়োগ	সহকারী পরিদর্শক	২৬ জন
	গাড়িচালক	১৫ জন
প্রেষণে নিয়োগ	উপপরিচালক	০৫ জন
	সহকারী প্রোগ্রামার	০১ জন
পদোন্নতি	মহাপরিচালক	০৩ জন
	পরিচালক	০৬ জন
	উপপরিচালক	০৮জন
	উপসহকারী পরিচালক	১২জন
	প্রধান সহকারী, কোর্ট সহকারী (এএসআই)	০৪ জন
অবসর গ্রহণ	পরিচালক	০২ জন
	উপপরিচালক	০২ জন
	সহকারী পরিচালক	০১ জন
	কোর্ট সহকারী (এএসআই)	০৩ জন
	প্রধান সহকারী	০১ জন
	উপসহকারী পরিদর্শক	০১ জন
পুরস্কার		
প্রণোদনা	অনুসন্ধানকারী, তদন্তকারী, তদারককারী ও সহায়তাকারী কর্মচারিকে অর্থ পুরস্কার প্রদান	৩৭ টি মামলায় ৭,৯৭,০০০/- টাকা
শুদ্ধাচার পুরস্কার (২১-২২)	বিভিন্ন পর্যায়	০৬ জন

বিগত ০৮.০৯.২০২২ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে তিন জন পরিচালককে মহাপরিচালক (ডিজি) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত মহাপরিচালক: জনাব মোঃ আক্তার হোসেন, জনাব মীর মোঃ জয়নুল আবেদীন শিবলী ও জনাব সৈয়দ ইকবাল হোসেন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত মহাপরিচালকগণ যথাক্রমে প্রতিরোধ অনুবিভাগ, বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ এবং প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি অনুবিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিরোধ ও গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ড. শাহ আলম বীর উত্তম অডিটরিয়ামে আয়োজিত গণশুনানি

দুদকের প্রতিরোধ ও গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ০৩ আগস্ট ২০২২ তারিখ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ড. শাহ আলম বীর উত্তম অডিটরিয়ামে গণশুনানি আয়োজন করা হয়। গণশুনানিতে চট্টগ্রাম মহানগরে অবস্থিত সরকারি অফিসসমূহের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের বিষয়ে আনীত অভিযোগের উপর শুনানি হয়। ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান), দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগসমূহ শ্রবণ করেন। উক্ত গণশুনানিতে জনসাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্ত ৪৭ টি অভিযোগের মধ্যে ১৫ টি অভিযোগের অভিযোগকারী উপস্থিত না থাকায় শুনানি হয়নি। উত্থাপিত অপর ৩২টি অভিযোগের মধ্য হতে ২৪ টি অভিযোগ তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকায় নবনিযুক্ত ৪০ জন সহকারী পরিচালকের ২ মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

জুলাই ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের ১০৪ জন কর্মকর্তাকে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকায় নবনিযুক্ত ৪০ জন সহকারী পরিচালকের ২ মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ১০ জন কর্মকর্তাকে Audio & video Forensic (Voice Analysis & Biometric) এর বিভিন্ন মডিউলে ০৪টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ''দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের'' অর্থায়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'ডায়নামিক সল্যুশন' এর সহায়তায় কমিশনের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কর্মচারিদের জন্য এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ৩০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণে "শুদ্ধাচার ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ০৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রতিরোধ অনুবিভাগের আওতায় "দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের অর্থায়নে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে মহানগর, জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কাজে সম্পৃক্ত ৫০ জনের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশন এর মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য প্রদান

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে ২১ জন সম্মানিত নাগরিক দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন। ইতোমধ্যে ১৪ জন আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট আবেদনসমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত সময়ে ১ জনের আপিলকৃত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং ১ জনের আপিল শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সদ্য উদ্বোধনকৃত সমন্বিত জেলা কার্যালয় এর কার্যক্রম

কুড়িগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়

বাগেরহাট সমন্বিত জেলা কার্যালয়

দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের গৃহীত পদক্ষেপ

০১ জুলাই ২০২২ খ্রি. থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত দুদক অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত ৪৯১ টি অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ২৯৫ টি অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে ১৫৬ টি পত্র প্রেরণ করা হয় এবং প্রেরিত পত্রের ভিত্তিতে ৫১ টির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা ফিডব্যাক পাওয়া গেছে। দুদক আইনে তফসিল বহির্ভূত হওয়ায় পরিসমাপ্তকৃত অভিযোগের সংখ্যা ১২২টি। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৭৪ টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান হতে কমিশনের অনুমোদনে উদ্ভূত অনুসন্ধান সংখ্যা ১১ টি।

এনফোর্সমেন্ট ইউনিট বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন, সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, জেলা, উপজেলা ও আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি কার্যালয়ে অভিযান পরিচালনা করে।

এনফোর্সমেন্ট অভিযানের সাফল্য

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কুষ্টিয়া এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট সেবা প্রদানে ঘুষ দাবি ও হয়রানির অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট টিম অভিযানকালে পাসপোর্ট অফিসের সামনে অবস্থিত সায়মা টেলিকমের মালিক মোঃ মহিবুল ইসলাম ও লিটন এন্টারপ্রাইজের কর্মচারী রিপনের নিকট থেকে নগদ অর্থসহ গ্রাহকদের নামীয় অসংখ্য ডেলিভারি স্লিপ উদ্ধার করে। জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট মোঃ মহিবুল ইসলাম ও মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে ০৩ মাসের ও মোঃ রিপনকে ০১ মাসের কারাদণ্ড প্রদানসহ প্রত্যেককে নগদ ৫,০০০ টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করে।

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা-এর টিকিট মাস্টারের বিরুদ্ধে মহুয়া কমিউটার ট্রেনের যাত্রীদেরকে ০১ টি সিটের জন্য ০৩ টি টিকিট ক্রয় করতে বাধ্য করা এবং অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট টিম বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মহুয়া কমিউটার, তিতাস কমিউটার, রাজশাহী কমিউটার এবং জামালপুর কমিউটারসহ চারটি ট্রেনের টিকেটিং বিষয় সকাল থেকে পর্যবেক্ষণ করে এবং উপস্থিত যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা পায়। অভিযান পরিচালনার পর কমিউটার ট্রেনের টিকিট কাউন্টার থেকে বিধি মোতাবেক বিক্রয় করা হচ্ছে।

পারস্পরিক যোগসাজশপূর্বক জালিয়াতির মাধ্যমে বন বিভাগের জমি অবৈধভাবে বিক্রয়ের অভিযোগে গত ২২-০৮-২০২২ খ্রি. তারিখ এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে বাকখালী রেঞ্জের আওতাধীন দক্ষিণ কচ্ছপিয়া মৌজার বালুবাসা গ্রামে বনবিভাগের ৫৬৬৯ ও ৫৩৪৩ নং দাগের আনুমানিক ০২ একর ভূমি অবৈধভাবে দখলের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। উক্ত অবৈধ দখলদার উচ্ছেদপূর্বক নিজ দখলে নেয়ার নিমিত্ত কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এর সাথে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এর সৌজন্য সাক্ষাত

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিজ এক্সিলেন্সি পিটার ডি হাস। সাক্ষাতকালে আরো উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সেক্রেটারি জনাব স্কট ব্র্যান্ডম এবং মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস এর লিগ্যাল রেসিডেন্ট এডভাইজার সারা এডওয়ার্ডস।

সাক্ষাতকালে মাননীয় চেয়ারম্যান ২০১৬ সাল থেকে দুর্নীতি দমন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করায় মার্কিন দূতাবাসকে তথা মার্কিন সরকারকে ধন্যবাদ জানান। সভায় নবসৃষ্ট ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এর কার্যক্রম ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এছাড়াও মার্কিন রাষ্ট্রদূত কমিশনকে জানান, আগামী ০৬ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য ২০তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী সম্মেলনে সারা পৃথিবী থেকেই বিভিন্ন দুর্নীতি দমন সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকবেন। তিনি দুর্নীতি প্রতিরোধে এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণের বিষয়ে কমিশনকে অনুরোধ করেন।

অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অভিযোগ	অনুমোদিত অনুসন্ধান	চলমান মোট অনুসন্ধান (পূর্ববর্তী জেরসহ)	অনুমোদিত মামলা	চলমান মোট মামলা (পূর্ববর্তী জেরসহ)	অনুমোদিত চার্জশীট	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা বিভাগে প্রেরণ
৩৪৩৮	৯৫	৩৫৮৬	৮৪	১৭২৯	৩৪	১৫২	৬০৬

জুলাই হতে সেপ্টেম্বর/২০২২ মাসের অনুমোদনকৃত মামলা/চার্জশীট

	মামলা	চার্জশীট
মোট মামলার সংখ্যা	৮৪	৩৪
মামলার আসামির সংখ্যা	১০২	৮২
মামলার এজাহারভুক্ত আসামিগণের পেশা :		
সরকারি চাকুরি	৪৪	৩২
বেসরকারি চাকুরি	২০	১৮
ব্যবসায়ী	০৯	১১
রাজনীতিবিদ	০	০
জন প্রতিনিধি	০৩	০
অন্যান্য	২৬	২১
অপরাধের ধরন :		
জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন	৩৫	১০
আত্মসাৎ	১৭	১৯
মানিলন্ডারিং	০১	০১
ঘুষ লেনদেন	০১	০১
জাল-জালিয়াতি	০৫	০২
মিথ্যা অভিযোগ দায়ের	০	০

তথ্যসূত্র: কন্ট্রোল রুম / নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা

ক্র নং	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	জনাব বশীর আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রা. লি.	১,৭৬,১০,০৫৮/- (এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ দশ হাজার আটান্ন) টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপনসহ অসাধু উপায়ে অর্জিত ও জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ৫১,০৩,৬৯,৭৭৩/- (একান্ন কোটি তিন লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশত তিয়াত্তর) টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন করে ভোগদখলে রাখার অভিযোগ।
২.	জনাব মোঃ হায়দার আলী, চেয়ারম্যান, গ্র্যান্ড জম জম টাওয়ার লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা	বিভিন্ন অসাধু উপায়ে অর্জিত জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ২,৬৭,১৫,০০৬/- (দুই কোটি সাতষট্টি লক্ষ পনের হাজার ছয়) টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন এবং ভোগদখলে রাখার অপরাধ।

ক্র নং	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩	(১) জনাব মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (বর্তমানে-অবসরপ্রাপ্ত), ঢাকা; (২) জনাব নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, সাবেক মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), ঢাকা।	পরস্পর যোগসাজশে কোনরূপ যাচাই/বাছাই এবং প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়াই কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ৬১ টি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কলেজের ৬১ জন অধ্যক্ষকে ইএমআইএস সেলের এমপিও ডাটাবেজের মাধ্যমে এমপিও তালিকাভুক্ত করে এবং এতে সহায়তা করে প্রায় ১৮.৮৬ কোটি টাকা সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।
৪	জনাব শেখ সোহেল রানা, ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র), বনানী থানা, ডিএমপি (সাময়িক বরখাস্ত), বাংলাদেশ পুলিশ, জেলা: গোপালগঞ্জ।	নিজের পদ পদবি আড়াল করে প্রতারণার মাধ্যমে ই-অরেঞ্জ নামীয় এমএলএম কোম্পানি খুলে অধিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে ০৬ টি ব্যাংকে ৩১ টি হিসাবে মোট ২৮,৪৯,৩৭,৬৫০/- (আটাশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতত্রিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা জমা ও পরবর্তীতে উত্তোলন।
৫	জনাব মোঃ ফজলুল হক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর দপ্তর, রংপুর।	২,৪০,১৩,২৯৪/- (দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ তের হাজার দুইশত চুরানব্বই) টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগদখল।
৬	জনাব মো. সেলিম খাঁন, চেয়ারম্যান, ১০ নং লক্ষীপুর মডেল ইউনিয়ন পরিষদ, সদর, চাঁদপুর।	সম্পদ বিবরণীতে ৬৬,৯৯,৪৭৭/- (ছেষট্টি লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশত সাতাত্তর) টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং ৩৪,৫৩,৮১,১১৯/- (চৌত্রিশ কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ একাশি হাজার একশত উনিশ) টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগদখল।
৭	মো. সাজ্জাদুল ইসলাম, প্রাক্তন যুগ্ম প্রধান, বর্তমানে-পরিচালক (যুগ্ম সচিব), পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, মিরপুর, ঢাকা।	৭৫,৫৯,১১১/- (পচাত্তর লক্ষ উনষাট হাজার একশত এগার) টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনপূর্বক নিজ ভোগদখল।
৮	মিসেস মোহসীনা আকতার, স্বামী মো. শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ এবং জনাব মো. শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, সংসদ সদস্য, বগুড়া-২।	জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনপূর্বক নিজ ভোগদখল।
৯	সাবেক দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড, মহাখালী, এর সাবেক উদ্যোক্তা পরিচালক ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী (বাবুল চিশতী) ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এ কে এম শামীম সহ মোট ৪ (চার) জন।	পরস্পর যোগসাজশে জাল-জালিয়াতি ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ঋণের জন্য জামানতকৃত চেক জাল করে ও ঋণ বিতরণে ভুয়া অধিযাচনপত্র তৈরি করে ৩,৫০,০০,০০০/- (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।
১০	(১) মোঃ জহিরুল ইসলাম, সাবেক কমান্ড্যান্ট, ঢাকা বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সদস্য, নিয়োগ কমিটি; বর্তমানে চীফ কমান্ড্যান্ট/পূর্ব, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, সিআরবি, চট্টগ্রাম (২) মোহা. আশাবুল ইসলাম, সাবেক কমান্ড্যান্ট, চট্টগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ও সদস্য সচিব, নিয়োগ কমিটি; বর্তমানে চীফ কমান্ড্যান্ট/পশ্চিম, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, রাজশাহী (৩) ফুয়াদ হাসান পরাগ, সাবেক কমান্ড্যান্ট, সদর, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিম), রাজশাহী ও সদস্য, নিয়োগ কমিটি; বর্তমানে সহকারী সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (৪) মো. সিরাজ উল্যাহ, সাবেক এসপিও/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ও সদস্য, নিয়োগ কমিটি; (বর্তমানে-অবসরপ্রাপ্ত) (৫) সৈয়দ ফারুক আহমেদ, সাবেক মহাব্যবস্থাপক, সিআরবি, চট্টগ্রাম (বর্তমানে-অবসরপ্রাপ্ত)।	পরস্পর যোগসাজশে অবৈধভাবে নিজেরা লাভবান হয়ে বা অন্যকে লাভবান করার অসাধু অভিপ্রায়ে নিয়োগ কমিটির আহবায়ক, সদস্য সচিব, সদস্য ও অনুমোদনকারী হিসেবে ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে অবৈধ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলায় চার্জশীট

ক্র নং	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	(১) অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ রেজাউল করিম, সাবেক অধ্যক্ষ, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ (বর্তমানে-অবসর প্রাপ্ত), চট্টগ্রাম। (২) মো. আবজাল হোসেন, প্রাক্তন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মেডিক্যাল এডুকেশন শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা; বর্তমানে-প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, মহাখালী, ও তার স্ত্রী (৩) মিসেস রুবিনা খানম, (৪) অধ্যাপক ডা. সুবাস চন্দ্র সাহা, অধ্যক্ষ, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার (বর্তমানে-অবসরপ্রাপ্ত)।	পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে সরকারি ৩৭.৫০ কোটি (সাইত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা আত্মসাত এবং আত্মসাতকৃত অর্থ স্থানান্তর/রূপান্তরের মাধ্যমে ভোগদখলের অপরাধ।
২	(১) বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহীর প্রাক্তন সহকারী পরিচালক (বর্তমানে সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা) জনাব মোঃ আবজাউল আলম, জেলা: কুষ্টিয়া, ও (২) মো. দেলোয়ার হোসেন, প্রাক্তন উচ্চমান সহকারী, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহী; বর্তমানে সুপারিনটেনডেন্ট, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, সহ মোট ০৭ জন।	জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিক জনাব হাফেজ আহম্মেদ এর বিপক্ষে আসা পুলিশ প্রতিবেদন গোপন করে পাসপোর্ট তৈরি, ইস্যু ও বিতরণসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মূল রেকর্ডপত্র বিনষ্ট/গায়েব করার অপরাধ।
৩	জনাব আবুল মুনীম মোসাদ্দিক আহমেদ, প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত; উত্তরাসহ অন্য ০৩ জন।	নিয়োগ কার্যক্রমে অনিয়ম করে বিধিবহির্ভূতভাবে বিমানের ক্যাডেট পাইলট নিয়োগ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করার অপরাধ।
৪	(১) জনাব মো. আব্দুল হান্নান, সাবেক সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি.), বিআরটিএ (মানিকগঞ্জ সার্কেল), (২) জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন মন্টু, সাবেক সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি.), বিআরটিএ (ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২), (৩) জনাব মো. জয়নাল আবেদিন, সাবেক মোটরযান পরিদর্শক, বিআরটিএ (ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২)সহ অন্য ০২ জন।	অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়া এবং অন্যকে লাভবান করার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার এর মাধ্যমে ভুয়া কাগজপত্র সৃজন করে এক সার্কেলে বিভিন্ন গাড়ি রেজিস্ট্রেশন দেখিয়ে ভিন্ন সার্কেলে অন্তর্ভুক্ত করার অপরাধ।

আদালতে বিচারাধীন মামলার তথ্য (সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত)

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে মোট ৩৩৫৮ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ২৯৯৮ টি মামলার বিচার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে এবং মাননীয় হাইকোর্টের আদেশে ৩৬০ টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। বর্তমানে উচ্চ আদালতে ৬০৪ টি রিট, ৭৫৪টি ফৌজদারি বিবিধ মামলা, ৯২৬ টি আপিল মামলা ও ৪৭৮ টি ফৌজদারি রিভিশন মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া মাননীয় উচ্চ আদালত কর্তৃক ৪৩টি মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ জরিমানা ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত তথ্য

জরিমানা	বাজেয়াপ্ত
১৩৪,৬৯,২১,৭২১/- টাকা (একশত চৌত্রিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ একুশ হাজার সাতশত একুশ টাকা)	৩,২০,৮৩,৭৯৯/- টাকা (তিন কোটি বিশ লক্ষ তিরাশি হাজার সাতশত নিরানব্বই টাকা)

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

জুলাই/২০২২ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত বিজ্ঞ আদালতের ক্রোক ও অবরুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য

	০৪ টি নথিতে ক্রোককৃত সম্পদ	০৮ টি নথিতে অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
দেশে	১৭.৭১২৯ একর জমি, মূল্য- ১২,৯২,১৩,৫৭৭/- ০৮ টি বাড়ি/ভবন, মূল্য- ১৭,১৮,৮৭,৫৮৩/- ০২টি ফ্ল্যাট, মূল্য-৫৩,০০,৪৪৪/- ০৪টি গাড়ি, মূল্য-১,২৮,০০,০০০/- ০৪টি নৌযান, মূল্য-১,৭৭,৫৯,১০০/- ০১টি প্লট	২৮৩টি ব্যাংক হিসাব ও ১১টি এফডিআর এ স্থিতির পরিমাণ- ৫৪,৬৩,৭৯,৫৪৯/- টাকা।
বিদেশে	নেই	নেই
মোট মূল্য	৩৩,৬৯,৬০,৭০৪/- (তেত্রিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ ষাট হাজার সাতশত চার টাকা)	৫৪,৬৩,৭৯,৫৪৯/- (চুয়ান্ন কোটি তেষট্টি লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ টাকা)

** মোট ০৯ টি আদেশে ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ক্রোক ও অবরুদ্ধ আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক অবমুক্তকৃত সম্পদ

	ক্রোককৃত সম্পদ	অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
দেশে	-	০২ টি ব্যাংক হিসাবে স্থিতির পরিমাণ ৪,৫৪,৯৪৭.৫৮/- টাকা
বিদেশে	নেই	নেই
মোট মূল্য		৪,৫৪,৯৪৭.৫৮/- (চার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয়শত সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ আট টাকা)

** মোট ০১ টি আদেশে ক্রোককৃত ও অবরুদ্ধকৃত সম্পদ অবমুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বিচার ও দন্ড

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ প্রান্তিকে ৮৭ টি মামলা বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ৫১টি মামলায় সাজা হয়েছে।মামলায় সাজার হার-৫৯%। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য মামলার বিবরণ।

আসামি	বিচার ও দন্ড
১. প্রদীপ কুমার দাস, সাবেক ওসি, টেকনাফ থানা, কক্সবাজার (বর্তমানে-সাময়িক বরখাস্ত) ২. চুমকি কারণ (৪৫), স্বামী-প্রদীপ কুমার দাস, থানা-বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় চুমকি কারণকে ০১ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ০১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ০১ মাসের সশ্রম কারাদন্ড, ২৭(১) ধারায় ০৮ বছর করে সশ্রম কারাদন্ডসহ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারাসহ দন্ডবিধির ১০৯ ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে ০২ বছর করে সশ্রম কারাদন্ডসহ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ০২ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আসামিগণকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ০৪ কোটি টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ০২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। দন্ডসমূহ একত্রে চলবে। এছাড়া লক্ষীকুঞ্জ এর ০৬ তলায় ২টি কক্ষ, ব্যাংকে রক্ষিত অর্থসহ সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
কর্নেল মো. শহিদ উদ্দিন খান (অবঃ), ঢাকা-১২০৬; বর্তমান যুক্তরাজ্যে বসবাসরত।	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ০৩ (দুই) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ০১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
মেজর (বরখাস্ত) তাছলিমা বেগম থানা-মনোহরদী, নরসিংদীসহ ০২ জন।	দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ০৩ বছর সশ্রম কারাদন্ড সহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও ৪৭১ ধারায় ০২ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এস এম হাফিজুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ, বিক্রয় জোন-৩, লালমাটিয়া	দন্ডবিধির ১৬১ ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ০১ বছর ০৩ মাস ২৩ দিন (হাজতবাস কালীন) কারাদন্ডসহ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়েছে।
মেজর জেনারেল (অব.) জালাল উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, ধারা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. সহ ০২ জন।	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামি ১. মেজর জেনারেল (অব.) জালাল উদ্দিন আহমেদকে ১২ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৬০ কোটি টাকা জরিমানা ও একই আইনের ৪(৩) ধারায় দন্ডে উল্লিখিত ৬০ কোটি টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তি এবং দন্ডবিধির ৪২০/১০৯ ধারায় ০৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারায় অপর পলাতক আসামি ২. শেখ সামসুর রহমানকে ০৬ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দন্ডবিধির ৪২০/১০৯ ধারায় ০৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রদত্ত সকল সাজা একত্রে চলবে।

দুর্নীতি বিরোধী আইন পরিচিতি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর অধীন অপরাধসমূহ

আইনের ধারা	অপরাধ ও শাস্তি
১৯(৩) ধারা	কোন কমিশনার বা কমিশন হইতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করিলে বা উক্ত উপধারার অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি অমান্য করিলে উহা দন্ডনীয় অপরাধ হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
২৬(১) ধারা	কমিশন কোন তথ্যের ভিত্তিতে এবং উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান পরিচালনার পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, বৈধ উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন বা মালিকানা অর্জন করিয়াছেন, তাহা হইলে কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে দায়-দায়িত্বের বিবরণ দাখিলসহ উক্ত আদেশে নির্ধারিত অন্য যে কোন তথ্য দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে।
২৬(২) ধারা	যদি কোন ব্যক্তি (ক) উপধারা (১) এ উল্লিখিত আদেশ প্রাপ্তির পর তদনুযায়ী লিখিত বিবৃতি বা তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হন বা এমন কোন লিখিত বিবৃতি বা তথ্য প্রদান করেন যাহা ভিত্তিহীন বা মিথ্যা বলিয়া মনে করার যথার্থ কারণ থাকে, অথবা (খ) কোন বই, হিসাব, রেকর্ড, ঘোষণা পত্র, রিটার্ন বা উপধারা (১) এর অধীন কোন দলিল পত্র দাখিল করেন বা এমন কোন বিবৃতি প্রদান করেন যাহা ভিত্তিহীন বা মিথ্যা বলিয়া মনে করার যথার্থ কারণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
২৭(১) ধারা	কোন ব্যক্তি তাহার নিজ নামে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে, এমন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন বা মালিকানা অর্জন করিয়াছেন যাহা অসাধু উপায়ে অর্জিত হইয়াছে এবং তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবংতিনি উক্তরূপ সম্পত্তি দখল সম্পর্কে আদালতের নিকট বিচারে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং তদুপরি অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্তরূপ সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত যোগ্য হইবে।
২৮(গ) ধারা	কোন ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লিখিত কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে তিনি এই ধারার অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

আসন্ন কর্মসূচি: ২১ নভেম্বর ২০২২: দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

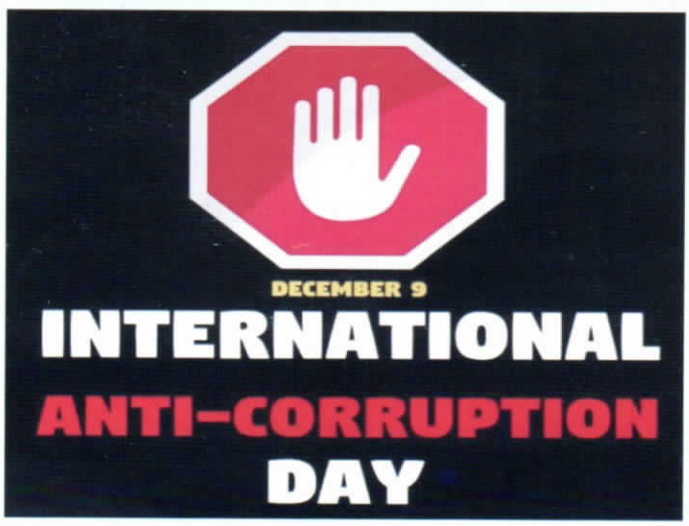

০৯ ডিসেম্বর ২০২২ আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস

দুর্নীতি দমন কমিশনের নাম ভাঙিয়ে ভুয়া পরিচয় প্রদান ও অর্থ দাবিকারী প্রতারকচক্রের বিষয়ে

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

একশ্রেণির প্রতারকচক্র কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের নাম ভাঙিয়ে ভুয়া পরিচয় দিয়ে (সশরীরে/টেলিফোনে/ভুয়া পত্র প্রদান করে) জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং অর্থ দাবী করা হচ্ছে মর্মে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতারকচক্র সাধারণ মানুষকে হয়রানি করাসহ দুদকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, দুর্নীতি দমন কমিশন কারো বিরুদ্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত শুরু করলে পত্র মারফত উক্ত ব্যক্তিকে জানানো হয়; টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয় না।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত কর্মকান্ড বিষয়ে কোনরূপ তথ্য পেলে দুদকের হটলাইন-১০৬ অথবা মহাপরিচালক মীর মোঃ জয়নুল আবেদীন শিবলী (মোবাইল: ০১৭১১-৬৪৪৬৭৫), উপপরিচালক (জনসংযোগ) জনাব মুহাম্মদ আরিফ সাদেক (মোবাইল: ০১৭১১-৫৭৩৮৭৪) এর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রয়োজনে নিকটস্থ দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যালয়ে কিংবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/
মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুদকের নাম ভাঙিয়ে প্রতারণা হতে সাবধান

যোগাযোগ

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও সম্পাদক মন্ডলির সভাপতি
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়

মুহাম্মদ আরিফ সাদেক
উপপরিচালক (জনসংযোগ) ও সম্পাদক, দুদক বার্তা
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়

প্রধান কার্যালয় : দুর্নীতি দমন কমিশন, ১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা
ফোন : ২২২২২৯০১৩
pr.acc.hq@gmail.com www.acc.org.bd